



ব্রি ধান৭০

জাত পরিচিতি

ব্রি ধান৭০ এর কৌলিক সারি BR7357-11-2-4-1-1। উক্ত কৌলিক সারিটি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক IR67423-208-6-2-3-3 এবং IR65610-105-2-5-2-2 এর সাথে সংকরায়ণ করে বংশানুক্রম সিলেকশন (Pedigree Selection) এর মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর গবেষণা মাঠে হোমোজাইগাস কৌলিক সারি নির্বাচনের পর ৫ বৎসর ফলন পরীক্ষার পর উক্ত কৌলিক সারিটি ২০১৩ সালে বাংলাদেশের

জাতের বৈশিষ্ট্য

- অধিক ফলনশীল সুগন্ধী আমন ধানের জাত।
- ডিগপাতা খাড়া ও লম্বা এবং গাছের উচ্চতা ১২৫ সে. মি।
- ধানের দানার রং খড়ের মত, অত্যন্ত লম্বা, চিকন ও সুগন্ধী।
- দানার অগ্রভাগে ক্ষুদ্র গুং এবং রঙীন টিপ আছে।
- চালের আকার আকৃতি বেশ লম্বা ও চিকন এবং রং সাদা।
- ১০০০ টি পুষ্ট ধানের ওজন প্রায় ২০ গ্রাম।

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

ব্রি ধান৭০ এর জীবনকাল ব্রি ধান৩৭ এর চেয়ে ১০-১৫ দিন কম। এ জাতের ডিগপাতা খাড়া ও লম্বা তাই ক্ষেত দেখতে খুব আকর্ষণীয় হয়। ধান লম্বা চিকন ও রঙানী যোগ্য। এ জাতটি হেক্টরে ৪.৮ টন পর্যন্ত ফলন দিতে সক্ষম। এ ধান কাটার পর রবিশস্য সময়মত আবাদ করা যায়।

জীবন কাল

এ জাতের গড় জীবন কাল ১৩০ দিন।

ফলন

উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে ব্রি ধান৭০ এর ফলন হেক্টরে ৪.৮ টন থেকে ৫.০ টন পর্যন্ত পাওয়া যায়।

চাষাবাদ পদ্ধতি

চাষাবাদ পদ্ধতি

এ জাতটি বৃষ্টি নির্ভর রোপা আমন মৌসুমে চাষাবাদ উপযোগী। এ ধানের চাষাবাদ অন্যান্য উফশী রোপা আমন ধানের মতই।

১. বীজ তলায় বীজ বপন: বীজ বপনের উপযুক্ত সময় ১৫ আষাঢ় - ৩১ আষাঢ় (২৯ জুন - ১৫ জুলাই)।

২. চারার বয়স: ২৫-৩০ দিন।

৩. চারার সংখ্যা: প্রতি গুচ্ছিতে ২/৩ টি।

৪. রোপন দূরত্ব: ২০ সে.মি. × ১৫ সে.মি.।

৫. সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা)

৫.১ ইউরিয়া	টিএসপি	এমপি	জিপসাম	জিংক সালফেট
২৪	১০	১৩	৯	১.৩

৫.২ সর্বশেষ জমি চাষের সময় সবটুকু টিএসপি, অর্ধেক এমপি, জিপসাম এবং জিংক সালফেট প্রয়োগ করা উচিত। ইউরিয়া সার সমান তিন কিস্তিতে যথা রোপনের ১০-১৫ দিন পর ১ম কিস্তি, ২৫-৩০ দিন পর ২য় কিস্তি এবং ৪০-৪৫ দিন পর ৩য় কিস্তি প্রয়োগ করতে হবে। বাকী অর্ধেক এমপি তৃতীয় কিস্তি ইউরিয়ার সাথে প্রয়োগ করতে পারে।

৬. আগাছা দমন: রোপনের পর অন্তত ৩৫-৪০ দিন পর্যন্ত জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

৭. সেচ ব্যবস্থাপনা: থোড় অবস্থা থেকে দুধ অবস্থা পর্যন্ত জমিতে পর্যাপ্ত রস বা পানি রাখতে হবে।

৮. রোগ বালাই দমন: ব্রি ধান৭০ এ রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম হয়। তবে রোগবালাই ও পোকা মাকড়ের আক্রমণ দেখা দিলে সমন্বিত বালাই দমন ব্যবস্থাপনা ব্যবহার করা উচিত।

৯. ফসল পাকা ও কাটা: ১০-১৫ নভেম্বর ধান কাটার উপযুক্ত সময়।